দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পাবলিক ভার্সিটিগুলোয় এখনও চলছে জোট আমলে সৃষ্ট দলীয় বৃত্তের একাধিপত্য!

আমুন-অর-রশিদ ॥ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছর পূর্তি হলেও ওয়ান ইলেভেনের কাঙ্ক্ষিত 'সমতল ক্ষেত্র' অনেক ক্ষেত্রেই তৈরি হয়নি। সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিএনপি-জামায়াতের রেখে যাওয়া দলীয় বৃত্ত এখন পর্যন্ত ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসনে বিএনপি-জামায়াতের রেখে যাওয়া প্রশাসনই রয়ে গেছে। দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে বিএনপি-জামায়াতের নিয়োগ দেয়া প্রশাসন। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে রেখে যাওয়া বিএনপি-জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে যারা একটু 'ধূর্ত' এবং 'দুর্নীতিবাজ' তাদের আবার পদোন্নতিও ঘটছে। মূলত দুর্নীতিতে জোট সরকারের সহযোগীরাই ভোল পাল্টে ধরে রেখেছেন নিজেদের পদ-পজিশন। ওয়ান ইলেভেনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এই চিহ্নিত গোষ্ঠীই দেয়াল হিসাবে কাজ করেছে।

ঢাকা, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও জোট সরকারের সুযোগপ্রাপ্তদের একাধিপত্য রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে জোট শাসনামলে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশেদুল হাসান বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে জোট সমর্থকদের একচেটিয়া আধিপত্য। এদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরেও স্বপদে তাঁরা বহাল রয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় লোক হওয়ার অভিযোগে অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে সরিয়ে নির্দলীয় লোক নিয়োগের কথা বলে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের নেতা অধ্যাপক মমিন চৌধুরীকে নিয়োগ দিয়েছিল। বর্তমানে জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া এই চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠীর স্বপদে বহাল থাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষ পদোন্নতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন সাফল্যও ম্লান করে দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসনে এই গোষ্ঠীর আধিপত্য একচেটিয়া। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে জোট সরকারের রেখে যাওয়া দুর্বৃত্তের চক্রটি উচ্ছেদ হলেও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও জোট সরকারে চাপিয়ে যাওয়া প্রশাসনই রয়ে গেছে।

ওয়ান-ইলেভেনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তারাই বড় বাধা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। নানা অনিয়মের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। তদন্ত কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যে সুপারিশ করেছিল বর্তমান উপাচার্য সিন্ডিকেটে বিশেষ আবেদনের মাধ্যমে তা স্থগিত করেন। তদন্ত কমিটি সাবেক কোষাধ্যক্ষের সহায়-সম্পত্তির হিসাব জমা দিতে বললেও এটি 'মানহানিকর' দাবি করে উপাচার্য কোষাধ্যক্ষকে হিসাব দেয়ার শর্ত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক ভার্সিটিগুলোয়
(১২-এর পাতার পর)

ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে অভিযুক্ত থাকলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সম্প্রতি চার সাংবাদিককে বলেছেন, যত অভিযোগই হোক তাঁর ক্রমাগত পদোন্নতি হবেই। কেউ তাঁর পদোন্নতি রুখতে পারবে না। আসলে তাঁর ক্ষমতার উৎস বাংলাদেশে নয়, দেশের বাইরে। তাঁর ক্ষমতা পৃথিবীর সুপার পাওয়ারকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে ক্ষমতার দু'টি শীর্ষ বিন্দুর কেউই তাঁকে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না বলে সম্প্রতি চার সাংবাদিককে তিনি বলেছেন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার আগেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই কোষাধ্যক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ পান। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে নির্বাচনের জন্য সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা বললেও শিক্ষা প্রশাসনে এর আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগেনি। জোট সরকারের রেখে যাওয়া প্রশাসন বহাল 'পারিতোষিকের বিনিময়ে' বাসা বরাদ্দ দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন কাজে রিভাইজড বাজেটের নামে বরাদ্দ বাড়িয়ে কমিশন নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের কাজে বাধা দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের বাধানুবাদের সূত্রপাত ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টি এলাকায় ৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য কাজে মাটির নিচে এক শ' কিউবিক মিটার কাজ বেড়ে যাওয়ার কথা বলে অতিরিক্ত ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিতে চাইলে উপ-উপাচার্য এতে বাধা দেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে জানতে পারেন মাত্র ১০ কিউবিক মিটার কাজ বেড়েছে। এতে ২০/২৫ লাখ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দের দরকার নেই। এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরই উপ-উপাচার্যের সঙ্গে সাবেক কোষাধ্যক্ষের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। এই খানে এক শ' টিউব লাইট দেয়ার বাজেট থাকলে বাস্তবে টিউব লাইটের সংখ্যা দাঁড়ায় গিয়ে ৬১ টিতে। এ ব্যাপারে উপ-উপাচার্য মুখ খুলতে রাজি হননি।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে চাঁদা দেয়ার জন্য এক ঠিকাদারের কাছ থেকে দু'লাখ টাকা নিয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদলকে দিয়েছেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ছাত্রদল কর্মীরা এই ঠিকাদারের কাছে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর চাঁদা চাইতে গেলে তিনি কোষাধ্যক্ষকে এই বাবদ দু'লাখ টাকা চাঁদা দেয়ার কথা বললেও ছাত্রদল কর্মীরা কোষাধ্যক্ষকে চার্জ করেন। তখন থেকে ছাত্র দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে তাঁর চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এলাকায় ৫০টি ফ্ল্যাট এবং ৫শ' দোকান নির্মাণের জন্য তিনি ৪৪ কোটি টাকার বাজেট জমা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হলে এই কাজের নকশা প্রস্তুতকারী এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি কোন কাজকর্ম ছাড়াই ৩৫ লাখ টাকা কনসালটেশন ফী হিসাবে দেয়ার ব্যবস্থা করে যান। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন এই টাকা দেয়নি। এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল মোড়ের একটি ব্যাংকে তাঁর একটি হিসাবে ৬৬ লাখ টাকার এফডিআর রয়েছে। কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনের পরই তিনি এই এফডিআর করেছেন। এভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে এখনও এই ধরনের একটি চিহ্নিত মহল রয়েই গেছে।